তারিখ ... 17 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

সম্পাদকীয়

পুরান ঢাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়

রাজধানীর পুরানা ঢাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলির অবস্থা খুবই করুণ। সরকারি প্রতিবেদনেই এই বেহাল দশার চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে। মাহুতটুলী রেনেসাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুসলিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশুরক্ষা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আইইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হয়বৎ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চম্পাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১২টি বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি প্রকৃতই নাজুক হইয়া পড়িয়াছে। কোনো বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদ দিয়া পানি পড়ে, কোথাও শ্রেণিকক্ষ পরিত্যক্ত, কোনো কোনোটির অবস্থা এতটাই নাজুক যে, এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ক্লাস করিতে যাইতে হইতেছে অন্য কোনো বিদ্যালয়ে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রায়ই আমরা গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির জরাজীর্ণ দশার খবর পাইয়া থাকি। কিন্তু রাজধানীর বুকেও প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি যে সুবিধার নহে, সেই খবরও রাখা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষা সকল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পর্যায়েই শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অভিভাবকরা তাহাদের শিশুদের উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পাঠাইতে চাহেন। এই জায়গায় সরকারি বিদ্যালয়গুলি পিছাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের নানান দেশে সরকারি বিদ্যালয়গুলিই মর্যাদা ও ঐতিহ্যের প্রতীক, পাশাপাশি শিক্ষার খরচও কম; ফলে অভিভাবকদের প্রথম পছন্দের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের চিত্র ঠিক ইহার বিপরীত। বাংলাদেশেও কলেজ পর্যায়ে নামী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারিই। আবার ঢাকার বাহিরে সরকারি জেলা স্কুলগুলিই সবচাইতে নামকরা। কিন্তু দুয়েকটি বাদে ঢাকায় সার্বিকভাবে বেসরকারি স্কুলগুলির তুলনায় সরকারি স্কুলগুলি অনেক পিছাইয়া গিয়াছে।

সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি বিদ্যালয় সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা পরিত্যাগ করিবার কারণে এক অসম শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহাদের অর্থ নাই তাহারা পড়িবে সরকারি বিদ্যালয়ে আর যাহাদের অর্থ আছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে 'উন্নত' ও 'যুগোপযোগী' বেসরকারি বিদ্যালয়। নীতি হিসাবে ইহা ভ্রান্ত। প্রায়শই রাষ্ট্র হইতে শিক্ষাখাতে অগ্রগতির কথা গর্বসহকারে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এহেন দুরবস্থা ভিন্ন চিত্র তুলিয়া ধরিতেছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অভিভাবকদের সন্তানরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না বিধায়, বিদ্যালয়গুলি অবহেলার শিকার হইতেছে। কিন্তু নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সমান মনোযোগ পাইবার দাবিদার। বরং পিছাইয়া পড়া এই জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় আনিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার পরিবেশ অধিক উন্নত হওয়া প্রয়োজন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের ভাবিতে হইবে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে অভিভাবকদের নিকট আকর্ষণীয় করা যায়। আর অবহেলার কারণে বিদ্যালয়গুলি যে দখল-বেদখলের শিকার হইয়াছে, তাহারও সুরাহা করিতে হইবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যায় সরকারি খাতগুলি যদি বেসরকারি খাতের কাছে পরাস্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সরকারি সেবা অদক্ষ হইয়া পড়িয়াছে আর জনসেবার এই খাতগুলির চরম বাণিজ্যিকীকরণ ঘটিয়াছে। ইহার অর্থ হইলো বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ঠিকমতো পাইতেছে না এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ইহাতে বাধাগ্রস্ত হইতেছে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড—ইহা কোনো আপ্তকথা নহে, ইহা চিরকালীন এক সত্যতা। কৃষি, রেমিট্যান্স ও তৈয়ারী পোশাক খাতের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতি আগাইয়া যাইতেছে। এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিতে ও অধিক বেগবান করিতে হইলে শিক্ষাব্যবস্থায় অধিক উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইহার অংশ হিসাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে জরাজীর্ণ দশা হইতে রক্ষা করিতে